

উৎসব-শেষে সেই দিনই সকার মহারাজ শিবসিংহ কবি বিষ্ণাপত্তিকে তাহার রাজ-সভার রাজকবির আসন গ্রহণ করিবার জন্য সন্দৰ্ভে অহুরোধ জানাইলেন। তাহার পর, রাজা যাহা বলিলেন সেই তাহার অন্তরের কথা। বলিলেন, “কবি, রাজসভা হয়’ত আরও কিছুদিন তোমার অপেক্ষা ক’রতে পারতো, কিন্তু রাজা নিজে আর পারে না। কেন, জান? প্রতিমা পেয়েছি, কিন্তু প্রাণপ্রতিষ্ঠা ক’রতে পারি নি। তোমার কবিতা হবে আমার মন্ত্র, তুমি হবে আমার পুরোহিত।”

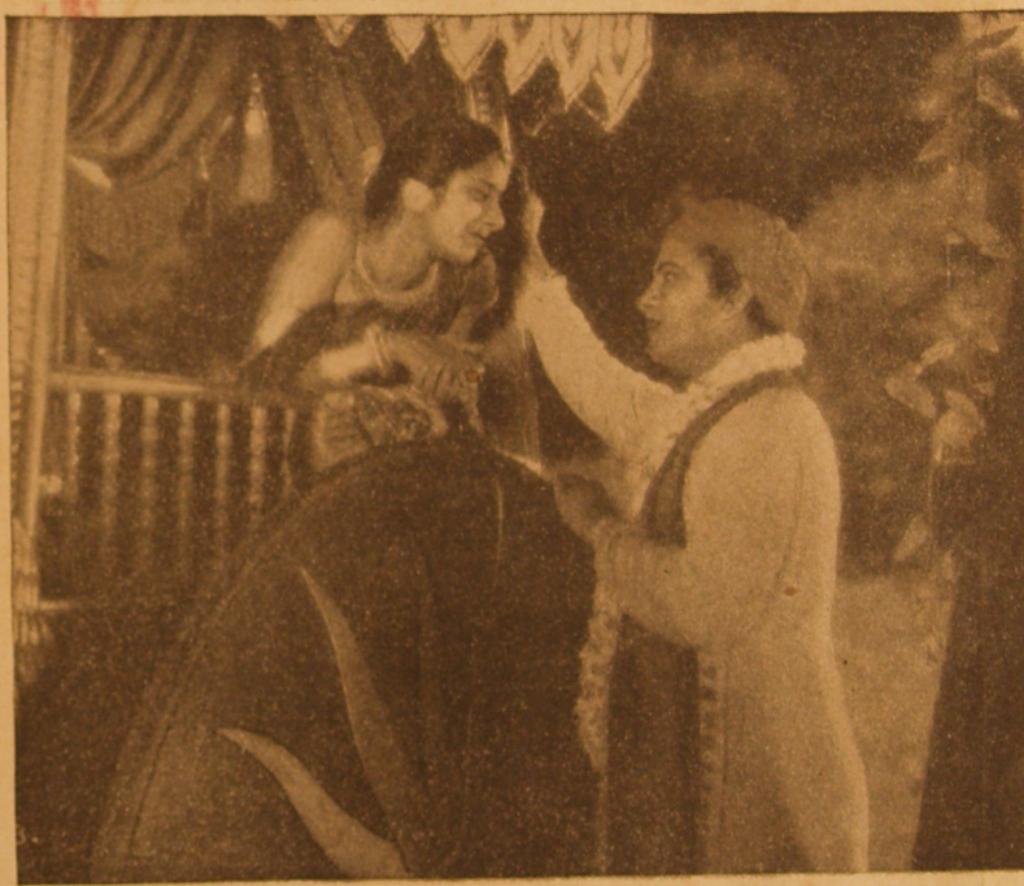
কবি চমকিয়া উঠিলেন, কিন্তু তবু রাজার আদেশ অমান্ত করিতে পারিলেন না।

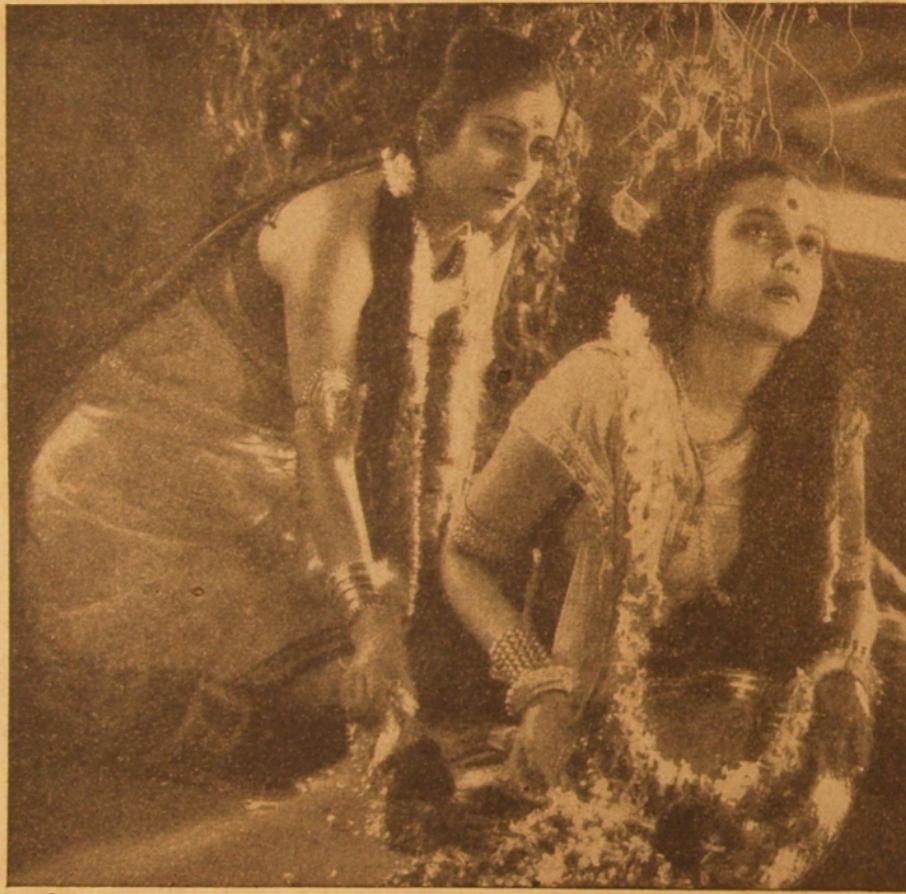
অলঙ্ক্রে দেবতা হাসিলেন!

বিশপী গ্রামে কবির আপনার জন বলিতে ছিল অক্ষ অহুগত ভূতা মধুমূদন, আর তাহাদের গ্রামেরই এক পরমাহন্দরী ঘূর্বতী, অহুরাধা। মধুমূদন বিষ্ণাপত্তি-ঠাকুরের মন্দিরে থাকে, ঠাকুরের পূজা করে,—অহুরাধা ঠাকুরের জন্য ফুল তুলিয়া আনে, আর কবি বিষ্ণাপত্তি রচিত গানগুলি গাহিয়া ঘূরিয়া বেড়ায়।

মধুমূদন বছকালের পুরাতন ভূতা। তাহারই উপর ঠাকুরের পূজার ভার অর্পণ করিয়া বিষ্ণাপত্তি মিথিলা যাইবার জন্য রাজার প্রেরিত রথে গিয়া আরোহণ করিলেন। রথ ছাড়িয়া

— তিন —





দিল। কিন্তু পথের মাঝে দেখা গেল, অহুরাধা বসিয়া আছে। সে কিছুতেই তাহার
মুখ ছাড়িবে না।

বিষ্ণাপত্রির মধ্যে অহুরাধাও আসিল মিথিলায়। জানি না, দেবতা আবার হাসিলেন
কি না!

কবি বিষ্ণাপত্রি মিথিলায় আসিয়া শিবসিংহের সভাকবি হইলেন। কবি বিষ্ণাপত্রির প্রভাবে
রাণী লছমী দেবীর অন্তরের আলোক জলিয়া উঠিল। কিন্তু আলো যে জালিয়াছে রাণীর
মন পড়িল তাহারই উপর। রাজা বুঝিলেন; কিন্তু এমন দিনে হঠাৎ এক দুঃসংবাদ
আসিল, বঙ্গদেশ হইতে এক শক্র-বাহিনী তাহার রাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য মিথিলার
দিকে অগ্রসর হইতেছে। রাজা যুক্তে চলিয়া গেলেন; বন্ধু বিষ্ণাপত্রিকে ডাকিয়া বলিলেন—
“রাণী লছমী দেবীর সমস্ত ভার আমি তোমারই উপর অর্পণ ক'রে গেলাম।”

রাজার বুকে যথা ছিল, অবিশ্বাস ছিল না।

বিষ্ণাপত্রি সতাই বড় বিপদে পড়িলেন—ভাবিলেন, মিথিলা পরিত্যাগ করিয়া আবার
তিনি তাহার সেই বিশপী গ্রামেই ফিরিয়া যাইবেন। কিন্তু অহুরাধা বাধা দিল—বলিল,

“বিষ্ণাপত্তি-ঠাকুর ! প্রেমের মহাধৰ্ম প্রচার ক’রে আজ তুমি মহাকবি ; তুমি বদি ভয় পেয়ে
দূরে স’রে ঘাও, তোমার ধৰ্মও দূরে স’রে ঘাবে ।”

পূজার মন্দিরে সেদিন হজনের দেখা ।

রাণী লছামী বিষ্ণাপত্তিকে দেখিয়া নিজেকে আর সেদিন কোন প্রকারেই চাপিয়া রাখিতে
পারিলেন না—বলিলেন, “পূজার বেদীর উপর ওই যে আমার ঠাকুরের মৃত্তি, আর আমার
এই চোথের হৃষ্মথে দীঢ়িয়ে রয়েছে তুমি, এই দু’এর মধ্যে কোনও প্রভেদ-পার্থক্যাই যে আমি
আর দেখতে পাছি না, কবি ! বল, ঠাকুর, একি মিথ্যা, একি শুধুই কামনা, একি
পাপ ?”

বিষ্ণাপত্তি বলিলেন, “হ্যা পাপ,—সমাজে বাস ক’রে সমাজের বিধি লজ্যন করা পাপ ।”

ওদিকে যুক্তের তখনও বিলম্ব আছে দেখিয়া শিবসিংহ সেই অবসরে মিথিলায় ফিরিবার
জন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। এমন সময় রাজ্যের মহা-অমাত্য এক বড়ব্যক্তি করিয়া বসিলেন।
তিনি ভাবিলেন, রাজ্যকে কিছুদিন বদি রাজ্যের বাহিরে রাখা যায় তাহা হইলে মন্দ হয় না।
রাণী ও বিষ্ণাপত্তির প্রেম ততদিনে অত্যন্ত গভীর হইয়া উঠিবে। রাজা আশিয়া যখন





দেখিবেন তাহারা যথেষ্ট অগ্রসর হইয়াছে, তখন হয়তো তাহার চোখ খুলিবে, পত্নীর প্রতি অঙ্গ-বিশ্বাস এবং বক্ষুর প্রতি শুগভীর প্রীতি যে তাহার কি সর্বনাশ করিয়াছে, তখন হয়ত তাহা বুঝিতে পারিবেন। শুতরাঙ্গ যেমন চলিতেছে চলুক—এখন আর বাধা দিয়া কাজ নাই।

এই ভাবিয়া বিদ্যুককে মন্ত্রণা দিয়া, বেশ করিয়া শিখাইয়া তিনি রাজার কাছে পাঠাইলেন। মহা-অমাত্য কার্যোদ্ধার প্রায় একরকম করিয়াই ফেলিয়াছিলেন, কিন্তু মূর্খ বিদ্যুক শেষ পর্যন্ত সব কিছু দিল গোলমাল করিয়া—গোপন বড়য়স্ত্রের কথা রাজার কাছে সবই একদিন বলিয়া ফেলিল। রাজার মনে রাণীর প্রতি যমতা জাগিয়া উঠিল—ভাবিলেন, তিনি বোধ হয় ভুল বুঝিয়াছিলেন।

শিবসিংহ তৎক্ষণাং মিথিলায় ফিরিলেন।

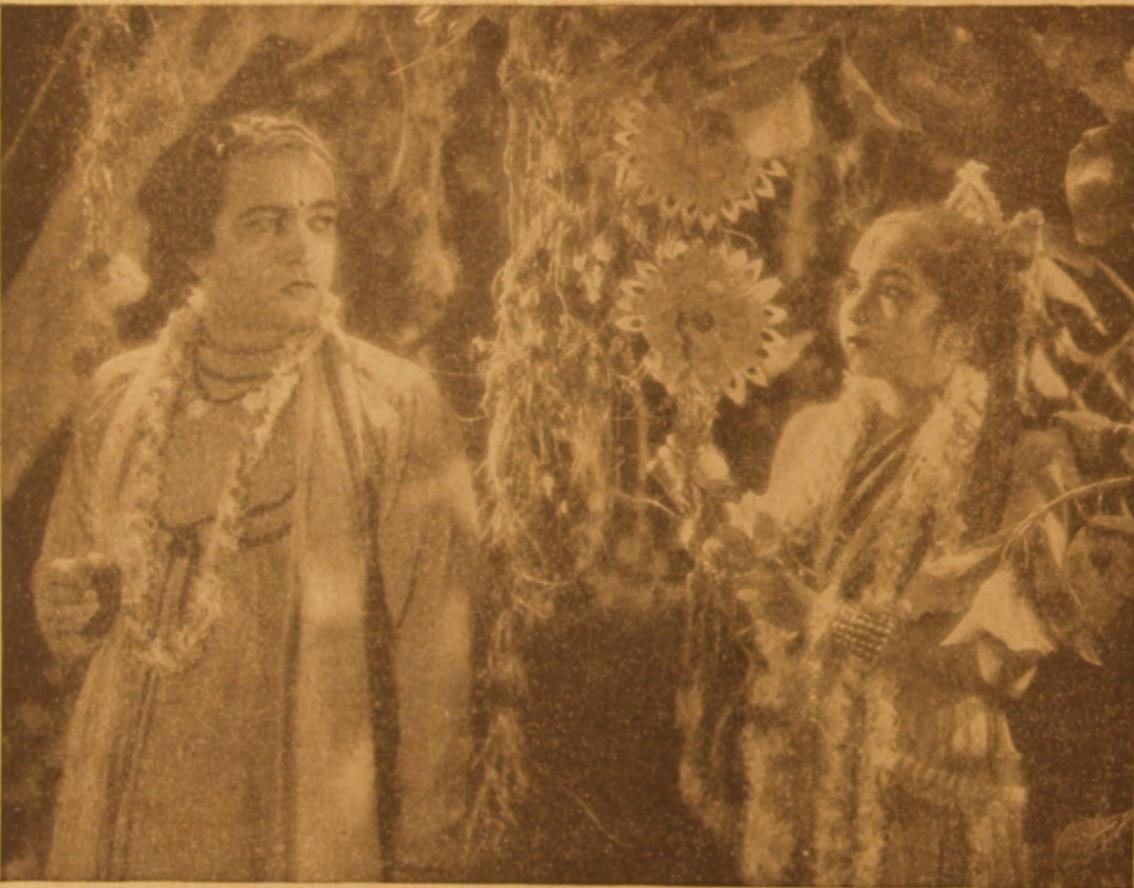
রাণী লছমী দেবী পূজার মন্দিরে যাইতেছেন, সম্মথে বিছাপতিকে আসিতে দেখিয়া হঠাৎ একটা গাছের আড়ালে লুকাইয়া দাঢ়াইলেন—ভাবিলেন, মন্দিরের দেবতা সম্মথেই আসিয়াছেন। বিছাপতি চলিয়া যাইতেই, অত্যন্ত সন্তর্পণে রাণী সেই পথের ধূলা মাথায় লইলেন। সেই সময় রাজা শিবসিংহ রাণীর কাছে আসিতেছিলেন। তাহার হাতে ছিল রাণীকে দিবার জন্য এক গোছা ফুল।

এই দৃশ্য দেখিয়া তিনি খমকিয়া দাঢ়াইয়া পড়িলেন, হাত হইতে
ফুলের গোছা মাটিতে পড়িয়া গেল। কোথায় ছিল অহুরাধা,
তৎক্ষণাং সেই ফুলের গোছা তুলিয়া লইয়া ছুটিল সে মন্দিরের
দিকে। ফুলগুলি দেবতার পদপ্রান্তে নামাইয়া দিয়া সে বলিল,
“তোমারই পায়ের তলায় মাঝধ্যের সকল দ্বন্দ্ব, সকল কলহের
অবসান হয়—আমি জানি ঠাকুর! ওদের পরিত্যক্ত ফুল আমি
তাই তোমারই চরণে এনে দিলাম।”

রাজা শিবসিংহ হঠাতে অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। কিন্তু সে অসুস্থতার
সংবাদ কাহারও কাছে তিনি প্রকাশ করিতে চাহিলেন না। রাণী
বারঘার ঠাঁছার স্থান্ত্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, কিন্তু কেমন
করিয়া তিনি বলিবেন যে, “এই অসুস্থের হেতু একমাত্র তুমিই।”
না, না, রাণীকে তিনি আবাত করিতে পারিবেন না। রাজা ভাবিতে
লাগিলেন রাণীর জন্য, রাণী ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন রাজার জন্য!
অথচ দুজনেই নিরূপায়!

—সাত—





অমুরাধার নিকট রাণী লছমী তাঁহার মনের সমস্ত বেদনা নিবেদন করিয়া কহিলেন
যে, তাঁহার মরণই শ্রেষ্ঠঃ। যে-প্রেমের পুঞ্জাঞ্জলি তিনি কবির চরণে অর্পণ
করিয়াছেন, সাধক তাহা শুধু দেবতার চরণেই অর্পণ করে! কিন্তু জনসাধারণ
তাঁহার প্রেমের সেই শুক্ষ মূর্তিটা দেখিতে পাইল না, তাহাদের হীন কল্পনায় ভাসিয়া
উঠিল লালসা-লিপ্ত কামনার চিত্র! এক্ষেত্রে মরণ ছাড়া তাঁহার আর উপায় কি?
সমাজের অমুশাসন মানিয়া, বিচাপতিকে পূজা না করিয়া ঝোবন ধারণ করাত'
তাঁহার পক্ষে সন্তুষ্ট নয়!

অমুরাধা শুনিলেন। তিনিও বিচাপতিকে ভালবাসিয়াছিলেন তাঁহার অন্তরের
সমস্ত সম্পদ দিয়া।

যে প্রেমের সাধনায় অমুরাধা সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, সে প্রেম হিংসা-দ্বেষ
বিবর্জিত। তাই একান্ত দরদীর মতই অমুরাধা রাণীকে বলিতে পারিলেন—সমাজের
অমুশাসন যতই সঙ্কীর্ণ হোক না কেন, পবিত্র প্রেমের গতি রোধ করার সাধ্য তাঁহার
নাই। যদি সমাজ তাঁহাকে প্রকাশ্য উপাসনায় বাধা দেয়, অন্তরের গভীর উপাসনা
ত' পড়িয়া রহিয়াছে! রাণী বুঝিলেন। সহসা যেন কি মন্ত্রবলে তাঁহার চক্ষের
সম্মুখে নবশৃঙ্খালোক-প্রাবিত এক নৃতন জগতের সিংহদ্বার উন্মুক্ত টেক্টিয়া গেল!

—আট—

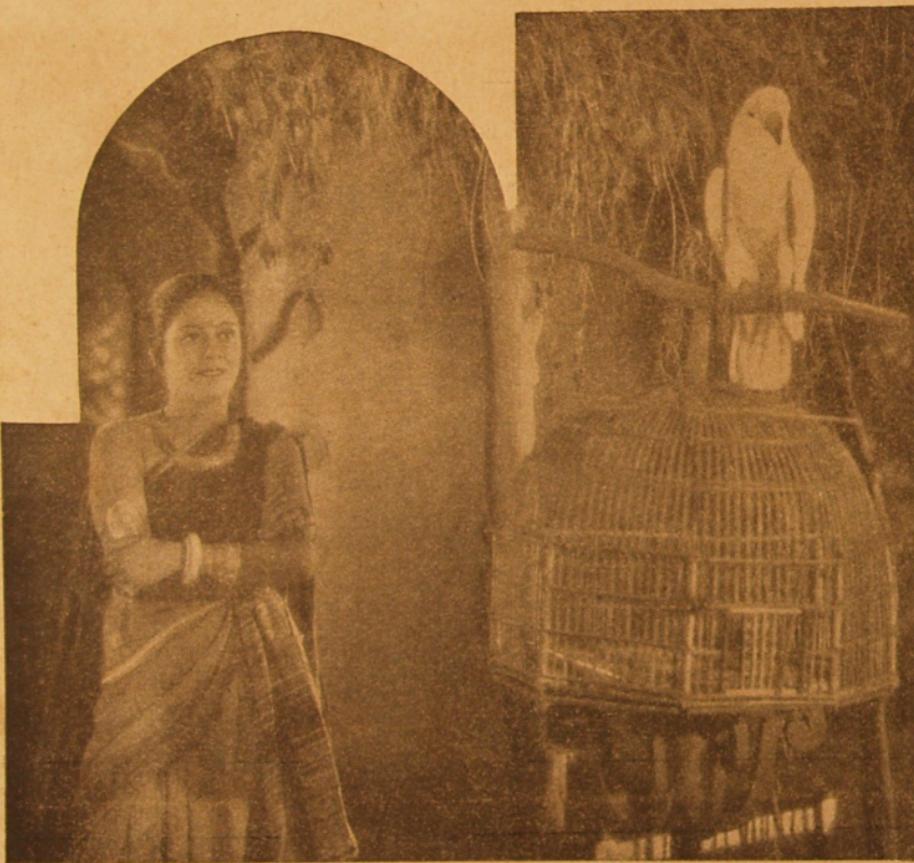


অমুরাধা বলিলেন—তৃষ্ণি বল, “আমার বাহির দুয়ারে কপাট
লেগেছে, তিতৰ দুয়ার থোলা”

রাণী প্ৰেমের এই মহামন্ত্ৰ উচ্চারণ কৱিলেন।
তাঁহার সাধনা সিদ্ধ হইল।

এইদিকে অন্তৰের আবাতে রাজা শ্যাম লইয়াছেন। ভাবিতেছেন
—তাঁহার প্ৰেম কি এমনই ব্যৰ্থ হইবে, ইহার কি কোনও
মূল্যই নাই? কবি রাজার ব্যথাৰ ব্যথিত হইয়া রাণীৰ
প্ৰেমকে পাপ বলিয়াছেন; কিন্তু রাজা ভাবিলেন—রাণীৰ পাপে
ত' তাঁহার শাস্তি হইতে পারে না, তবে কি দোষে তাঁহার কষ্ট?

অমুরাধা বলিলেন—“রাজাৰ নিজেৰই দোষে রাজাৰ এই
কষ্ট!” বিদ্যাপতি অমুরাধাৰ গ্ৰন্থভৰ্তাৰ ত্ৰুট হইয়া
উঠিলেন; কিন্তু রাজা বলিলেন, “অমুরাধা, বল ত আমাৰ কি
দোষ?” তখন অমুরাধা কান্দিয়া বলিল, “মহারাজ, যে ভালবেসে
মুখী, সেই মুখী। আৱ যে ভালবাসা পেৱে মুখী হ'তে চায়,
তাৰ দুঃখ, তাৰ হাহাকাৰ কোনদিন যুচৰে না।”



রাজাৰ অন্তৰে আজি ভালবাসাৰ নৃত্য ক্রপ, প্ৰেমেৰ সত্য আলোক দেখা দিল—তিনিও দেখিলেন, প্ৰেমেৰ সাধনা বাহিৱে নয়, তিতোৱে। তিনি বলিলেন, “আমাৰ বাহিৱ-ছয়াৱে কপাট লেগেছে, তিতোৱ-ছয়াৱ খোলা !”

প্ৰেম-সাধনাৰ এই পৃত-বেদীতে দাঁড়াইয়া আজি রাজা ও রাণীৰ সব দৰ্শ যেন মিটিয়া গেল। মন্দিৱে পূজাৰ আঝোজন হইল।

আজি তত উদ্যাপন হইবে। আজি কেহ কাহাকে চায় না—কাহাৰ সঙ্গে কাহাৰও কোনও সংঘাত নাই। বিশপী হইতে মধুশুদন দাদা ছুটিয়া আসিলেন, বলিলেন—“অনুৱাধা, আমাকে নিয়ে যাবে তোমাদেৱ ঐ মন্দিৱে ?”

অনুৱাধা বলিল, “চল মধুশুদন দাদা।” তাৱপৱ কবিৰ দিকে চাহিয়া বলিল—“চল কবি, মনেৱ মুক্তিৰ অগদৃত তুমি। তোমাৱই আহ্বানে আজি রাজা, রাণী, মধুশুদন দাদা, আমি—আমাৱা সকলেই চ'লেছি—যাতী—অনন্ত প্ৰেমেৰ পথে অভিসাৱিকা।”

মন্দিৱে সক্ষ্যাৱ প্ৰদীপ জলিয়া উঠিল। দেবদাসী আসিয়া নৃত্য সুৰ কৱিল। নৃত্য-ছন্দে সে বলে—“ওগো, তোমাৰ ভাল-মন্দ পাপ-পুণ্য সব দেবতাৰ চৱণে বিলিয়ে দাও—সে-ই হবে পূৰ্ণ-ভগবানৰে পূৰ্ণ-পূজা।”

କିନ୍ତୁ ପୂଜ୍ୟ ବାଧା ପଡ଼ିଲ ।

ସେନାପତି ସୀମାନ୍ତ ହିତେ ଛୁଟିଆ ଆସିଆ ମହା-ଅମାତ୍ରାକେ ବଲିଲ, “ଶ୍ରୀ ଆମାଦିଗଙ୍କେ ପ୍ରତାରିତ
କରିଆ ମିଥିଲାର ସମ୍ମିକଟେ ଆସିଆ ପଡ଼ିଯାଛେ ।”

ମନ୍ତ୍ରୀ ଛୁଟିଲେନ ଅସୁନ୍ଦ ରାଜାର କାହେ ।

କିନ୍ତୁ ଯୁକ୍ତ ଛାଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସେନାପତିର ଅନ୍ତ ଉଦେଶ୍ୟ ଛିଲ । ତାହାରା କୋନଦିନଇ ବିଚାପତିର
କାବ୍ୟ ଓ ତା'ର ପ୍ରଚାରିତ ପ୍ରେମଧର୍ମକେ ଭାଲ ଚୋଥେ ଦେଖିତେ ପାରେ ନାହିଁ—ଆଜ ରାଜାର ପତ୍ରୀ-ପ୍ରେମ
ଓ ରାଣୀର ପରକିୟ-ପ୍ରେମ ତାହାଦିଗଙ୍କେ ସୁଯୋଗ ଦିଯାଛିଲ ।

ତାଇ ତୁଳିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ବଲିଲ, “ମହାରାଜ, ତୁମ ଯଦି ତୋମାର ରାଣୀକେ ଛେଡେ ଯୁକ୍ତେ ନା ଯାଉ, ତାହ'ଲେ
ମିଥିଲାର ପ୍ରଜାରା ବିଦ୍ରୋହୀ ହ'ରେ ଉଠିବେ ।”

ରାଜା ବଲିଲେ—“ପ୍ରଜା ବିଦ୍ରୋହୀ ହବେ ନା—ବିଦ୍ରୋହ କ'ରେଇ ତୋମରା । ଜଗତେ ଧାରା ଭାଲବାସେ
ତାରା କୋନ୍ତ କ୍ଷତି କରେ ନା,—ଧାରା ଦେଭାଲବାସାକେ ନଷ୍ଟ କରତେ ଚାହିଁ ତାରାଇ କ୍ଷତି କରେ,
ତାରାଇ ବିଦ୍ରୋହ କରେ । ତୋମରା ଯାଉ ।” ମନ୍ତ୍ରୀକେ ଏହି କଥା ବଲିଆ ମାନସିକ ଉତ୍ୱେଜନ୍ୟ ରାଜା
ପ୍ରାୟ ମୁର୍ଚ୍ଛିତ ହଇଯା ପଡ଼ିଲେନ ।





বিদ্যাপতি আসিলেন, রাজা বঙ্গুর আলিঙ্গনে শান্ত হইয়া বলিলেন—“বঙ্গু, পূজায় চল মন্দিরে—
আর বিলম্ব নয়।”

কিন্তু রাজার কাছে লাখিত হইয়া মন্ত্রীর অন্তরের প্রতিবাদ প্রতিহিংসায় পরিণত হইল।
মন্দিরে দেবতার আরাধনায় নিমগ্ন লছমীর কাছে গিয়া মন্ত্রী বলিলেন—“মহারাণি, মিথিলার সমস্ত
প্রজা ও মিথিলার রাজা আজ নিশ্চিত-ধৰ্বসের পথে ছুটে চলেছে,—তাদের বাঁচাতে পারেন শুধু
আপনি।”

মন্ত্রী রাণীর হাতে তুলিয়া দিলেন বিষের পাত্র।

রাণী হাসিলেন, বলিলেন,—“মহা-অমাতা, মিথিলার মন্দল হোক।” তাহার পর দেবতার দিকে
চাহিয়া হাসিমুখে বিষপান করিলেন।

এইবার সতাই পূজা সুরু হইল। মন্দিরে দেবদাসী নৃত্য করিতেছে আর মধুশুদন দাদা গান
করিতেছে। রাজা, কবি ও অমুরাধা পূজায় যোগ দিলেন। রাণী প্রস্তরমূর্তির মত পাথরের ঠাকুরের
সুমুখে দাঢ়াইয়া। রাজা বলিলেন, “রাণীর ধ্যান ভঙ্গ ক'রো না।”

কবি দেখিলেন—বুকের ব্যথায় রাজার নিঃশ্বাস বক্ষ হইতে চাহে, বলিলেন, “বঙ্গু।”

— বারো —



ରାଜା ବଲିଲେନ—“ଚୁପ୍, ବକ୍ଷ, ପୂଜାର ବ୍ୟାଘାତ
ହବେ ।”

ଗୀତେ-ନୃତ୍ୟେ ସେଇ ପୂଜାର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦେଓଯା ହଇଲ—
ରାଜା ସେଇ ମୁହଁରେ ବଲିଲେନ, “ଲଛମୀ, ଆମାର
ପୂଜା ଶେଷ ହେଁବେ, ଆମି ଚଙ୍ଗାମ ।”

ରାଜା ଆବାର ଡାକିଲେନ—“ଲଛମୀ ।”

ଲଛମୀ ସାଡ଼ା ଦିଲେନ ନା—ତାହାର ଦେହ ଲୁଟାଇଯା
ପଡ଼ିଲ ବିଷ୍ଣୁମୁଣ୍ଡିର ପଦଭଳେ ।

ଉତ୍ତର ଦିଲେନ—ମନ୍ଦିରେର ଦେବତା ।

ରାଜା ଦେଖିଲେନ—ପାଥରେର ଠାକୁରେର ଚୋଥେ
ଅଞ୍ଚ !



— ତେବେ —



—এক—

মধুরতু মধুকর-পাতি ।

মধুর কুহম-মধু-মাতি ।

মধুর হৃদাবন-মাৰ্ব ।

মধুর মধুর রসরাজ ।

মধুর শুবতৌগণ-সঙ্গ ।

মধুর মধুর-রসরঞ্জ ।

মধুর যজ্ঞ-রসাল ।

মধুর মধুর-কৰতাল ।

মধুর নটন-গতিভঙ্গ ।

মধুর নটনী-নটরঞ্জ ।

—পাহাড়ী সান্থাল

—চুই—

আজু রঞ্জনী হম

ভাগে গঢ়ায়ল

পেখছু পিয়া-মুখ-চন্দা ।

জীবন-যৌবন

সফল কৰি মানল

দশ দিশ ভেল নিরদন্দা ।



— চোদো —

আজু মুৰু গেহ

গেহ কৰি মানল

আজু মুৰু দেহ ভেল দেহা ।

আজু বিধি মোহে

অহুকূল হোয়ল—

টুটল সবহ' সন্দেহা ॥

বিদ্যাপতি কহ—

অলপ-ভাগি নহ

ধনি ধনি তুঃ নব নেহা ॥

—পাহাড়ী সান্থাল

—তিন—

সজল নয়ন কৰি

পিয়া পথ হেৱি হেৱি

তিল এক হয় যুগ চারি ।

যেন শত যুগ মনে হয় ।

তারে এক তিল

না হেৱিলে

শত যুগ মনে হয়

যেন শত যুগ মনে হয় ॥

পৰ অহুরাগে পিয়া

দূৰ দেশ গেলা ।

পিয়া বিনা পাঞ্জৱ

ঝঁঝৰ ভেলা ।



নারীর দৈরিদ্র্য-শাস

গড়ুক তাহার পাশ
মোর পিয়া ঘার পাশে বৈঠে ॥

পাখী ঘদি হউ

পিয়া পাশে উড়ি ঘাউ
সব দুঃখ কহ' তার পাশে ॥

—কানন দেবী

—চার—

অব মথুরাপুরে মাধব গেল ।

গোকুল-মাণিক কে হরি নিল ॥

হরিয়া নিল কে,

আমার হরি হরিয়া নিল কে ।

গোকুলে উচ্ছলিল কঙ্গণার গোল ।

নয়ানে সলিলে বহয়ে হিলোল ।

শৃঙ্গ ভেল মন্দির, শৃঙ্গ ভেল নগরী ।

শৃঙ্গ ভেল দশদিশি, শৃঙ্গ ভেল সগরী ।

কৈছে হয় ষাওব বয়না-তৌর ।

কৈসে নেহারব কুঞ্চ-কুটীর ।

গড়ুক তাহার পাশ

নয়ানকি নিদ গেল বয়ানকি হাস ।

হৃথ গেল পিয়া সাথ, দুঃখ হাম পাস ॥

পাপ পরাণ মম আন নাহি জানত

কাহু কাহু (কুঞ্চ হে) কহি ঝুরে,

আর বিচাপতি কহ নিকুঞ্জ মাধব—

রাধারে কাঁদায়ে গেল দুরে ॥

—পাঁচ—

নব বৃন্দাবন

নব নব বিকশিত ফুল ।

নবল বসন্ত

নবল মলয়ানিল

মাতল নব অলিকুল ॥

—পাহাড়ী ও কানন

—ছয়—

সখি হে, হমর দুর্ধক নহি ওর রে ।

ঈ ভৱ বাদৱ

শৃঙ্গ মন্দির মোর রে ।

— পনেরো —

ঝঙ্গা ঘন গৱ-

জষ্ঠি সন্ততি

ভূবন ভৱি বৱি খস্তিয়া ।

কাস্ত পাহন

কাম দাঙ্গ

সঘনে থৰ শৰ হস্তিয়া ॥

কুলিশ কত শত-

পাত-মোদিত

ময়ুর নাচত মাতিয়া ।

মত দাতুরি

ডাকে ডাহকী

ফাট ষাওত ছাতিয়া ॥

তিমির দিগ ভৱি,

ঘোর ঘামিনী,

অথির বিজুরিক পাতিয়া ।

বিচাপতি কহ,

কৈসে গমায়বি

হরি বিমু দিন রাতিয়া ।

—পাহাড়ী সাঞ্চাল

—সাত—

অবনে আওব ঘব রসিয়া ।

পলাটি চলব হয় ঈষত হাসিয়া ।



আবেশে আচরে পিয়া ধৰবে ।

ষাওৰ হৰ বতন বহু কৱব ।

কুচুয়া ধৰবে ষব হঠিয়া ।

কৱে কৱ বাঁধব কুটিল আধ দিঠিয়া ।

ৱভস মাগব পিয়া ষবহি ।

মুখ মোড়ি বিহসি বোলব নাহি নাহি ।

—কানন দেৱী

—আট—

[রচনা : কাজী নজীরল]

পীতাম্বৰ—রাই বিনোদিনী, দোলো, দোলো বুলন দোলায় ।

লবঙ্গ—একা লাগেনা ভালো, সাথে এসে দোলো শ্যামৰায় ।

পীতাম্বৰ—রাঙা চৱণ দেখিতে পাবো ব'লে

দাড়াইয়া এই তক্ষতলে—

লবঙ্গ—শ্যাম, বাঁধিয়া বাছড়োৱে, আশ্রম দাও মোৱে ।

একা বড় ভয় পায় ।

—অহি সাঙাল ও দেৱবালা

—নয়—

সথি কে বলে পীরিতি ভালো,
হাসিতে হাসিতে পীরিতি কৱিয়া কাঁদিতে জনম গেল ।
কুলবধূ হোঘে কুলে দাঢ়াৰে, ষে ধনি পীরিতি কৱে
তুমেৰ অনল ষেন সাজাইয়া এমতি পুড়িয়া মৰে ।

—কানন দেৱী

—দশ—

(ওৱে) সফল হবে সকল পুজা
তাঁৰি রাঙা চৱণ তলে ।
ভুলেৰ কথা ভুলে যা'ৱে
তোৱ ভোলাতে মেই চিৰ-ভোলা নাহি ভোলে ।
ঐ ষে কিশোৰ বাজীয় বেগু
ঐ ষে রাখাল চৱায় ধেমু,
নদীৰ তীৰে যাকীৰা ঐ—
সবাই পাবে চৱণ রেগু ।
আয়ৱে ছুটে আয়ৱে জেগে,
ষৱেৱ বাঁধন আয়ৱে ভেঙ্গে আয়,
পথেৰ কাঁটা, ও তুই, পথেৰ কাঁটা পায়ে দ'লে চল ।

(তখন) ফুটবে জীবন-শতদলে—

— ঘোলো —

প্ৰেম বিৱহেৰ নয়ন জলে

প্ৰেমেৰ ঠাকুৱ, ঠাকুৱ আসবে নেমে হৃদয়-তলে ॥

—কৃষ্ণচন্দ্ৰ দে

—এগারো—

আমাৰ বাহিৱ-ছয়াৱে কপাট লেগেছে
ভিতৱ-ছয়াৱ খোলা—
কাঁটাৰ আড়ালে ফুলেৰ বসতি
আধাৰ পেৱিলে আলা ।

—কৃষ্ণচন্দ্ৰ দে

—বারো—

[রচনা : শৈলেন রায়]

ও তোৱ অভিসাৱেৰ লগ্ন এলো
এলোৱে সময়
এবাৱ বঁধুৱ পায়ে লুটিয়ে দে প্ৰাণ
কৱ জীবন যধুময় ॥

তোৱ দেহেৰ গৱব প্ৰেমেৰ ধূপে
জালিয়ে দে ও তুই জালিয়ে দে আজ
চুপে চুপে ॥

তোর সব আবরণ, সব আভরণ যা কিছু

সঞ্চয়

তার চরণ দায়ে চূর্ণ হোয়ে যেন আপনি

ধূলি হয়।

* * *

তোর চরণ কেন অচল হল

কেন রে সংশয় !

কেন নয়ন চলে সমুখ পানে

পরাণ পিছে রয় !

জাগ আনন্দে জাগ রে আজ

নাইরে ভয় নাইরে লাজ।

* * *

পূর্ণ আমি, ধন্ত্য আমি, ভূবন মোহনস্থাম,

আমার তমু মনের ছন্দে জাগে তোমার মধুনাম।

ধন্ত্য জন্ম ময়, ধন্ত্য মরণ ময়,

তোমার পায়েই শরণ নিয়ে, ধন্ত্য, ধন্ত্য আমি,

ধন্ত্য হে প্রিয়তম।

আমার আমি আজকে বিধু শুধুই তুমি-ময়

আমি শুধুই তুমি-ময়।

—কৃষ্ণচন্দ্ৰ ও কানন দেৱী

—সতেরো—



বর্তমান বৎসরের নিউ থিয়েটাসের অপর কয়েকাট স্মরণীয় চিত্র-নিবেদন—

দেশের মাটি

দেশ-মাতৃকার চরণে নিউ থিয়েটাসের
সক্রতজ্ঞ চিত্র-নিবেদন



অভিভাবন
কল্পবাণীতে মুক্তি-প্রতীক্ষার!

?

সত্য-সমাজের আবর্জনা বলিয়া যে এতদিন দূরে
সরিয়া ছিল—আইনের চোখে সে কেহ নহে—ধর্ম ও
ভগবানের বিচারেও কী তাহার দাবী অবহেলার বক্তৃ ?

পরিচালক—প্রমথেশ বড়ুয়া

শ্রেষ্ঠাংশে—ঘমনা, মেনকা, চিরলেখা, বড়ুয়া, পাহাড়ী,
শৈলেন চৌধুরী, ইন্দু মুখোপাধ্যায় ও পঙ্কজ মল্লিক



ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ



বিদ্যাপতি



সংলাপ, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা।

দেবকী কুমার বন্ধু

সঙ্গীত
রাইচান্দ বড়লাল

সম্পাদনা

স্বোধ মিত্র

ভূমিকায় :—

পাহাড়ী সান্ত্বাল, কাননদেবী, ছায়াদেবী, দুর্গাদাস,
অমর মল্লিক, লৌলা দেশাই প্রভৃতি

পরিবেশক

অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন লিমিটেড

বিদ্যাপতি

প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্বে একদা এক বসন্তদিবসে, মিথিলার রাজা শিবসিংহের প্রমোদ-উগানে বসন্তোৎসব স্মর হইয়াছে, চারিদিকে আলোক, চারিদিকে আনন্দ, কোথাও এতটুকু দৈত্য নাই, কোথাও এতটুকু মালিন্তের চিহ্ন পর্যন্ত নাই। রাজা শিবসিংহ নিজে এই উৎসবের আয়োজন করিয়াছেন, নর-নারীর অবাধ-মিলন এই উৎসবের বৈশিষ্ট্য—উৎসবে সকলেই ঘোগদান করিয়াছিলেন। রাণী লচ্ছমী দেবীও আসিয়াছিলেন। অকস্মাত কবি বিদ্যাপতির সঙ্গে তাহাদের দেখে। কবি আসিয়াছিলেন রাজার নিমন্ত্রণে—বহুদূর বিশপী গ্রাম হইতে।

মহারাজ শিবসিংহ তাহার একান্ত অস্তরঙ্গ বহু বিদ্যাপতির সহিত মহারাণী লচ্ছমীর পরিচয় করাইয়া দিলেন। বিশ্বিত-স্তুত মহারাণী অপলক-নেত্রে চাহিয়া রহিলেন কবির দিকে,—দেখিলেন উৎসবের আরম্ভ হইতে এক অপূর্ব গরিমায় আকৃষ্ট হইয়া যে-যুবককে তিনি স্বপ্নাবিষ্টের মত উগানের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত অহুসরণ করিয়া ফিরিয়াছেন সে যুবক আর কেহই নহে, তিনিই স্বয়ং কবি বিদ্যাপতি!

উৎসব-শেষে সেই দিনই সন্ধায় মহারাজ শিবসিংহ কবি বিদ্যাপতিকে তাহার রাজ-সভায় রাজকবির আসন গ্রহণ করিবার জন্য সন্মিলিত অহুরোধ জানাইলেন। বলিলেন, “কবি, রাজসভা হয়’ত আরও কিছুদিন তোমার অপেক্ষা ক’রতে পারতো, কিন্তু রাজা নিজে আর পারে না। কেন, জান? প্রতিমা পেয়েছি, কিন্তু প্রাণপত্তিটা ক’রতে পারি নি। তোমার কবিতা হবে আমার মন্ত্র, তুমি হবে আমার পুরোহিত!”

কবি চমকিয়া উঠিলেন, কিন্তু তবু রাজার আদেশ অমান্য করিতে পারিলেন না। অলঙ্কো দেবতা হাসিলেন!

বিশপী গ্রামে কবির আপনার জন বলিতে ছিল অন্ত অহুগত ডত্য মধুসূদন, আর তাহাদের গ্রামেই এক পরমামুন্দরী যুবতী, অহুরাধা। মধুসূদন বিদ্যাপতি-ঠাকুরের মন্দিরে থাকে, ঠাকুরের পূজা করে,—অহুরাধা ঠাকুরের জন্য ফুল তুলিয়া আনে, আর কবি বিদ্যাপতি রচিত গানগুলি গাহিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়।

বিদ্যাপতির সঙ্গে অহুরাধা ও আসিল মিথিলায়। জানি না দেবতা আবার হাসিলেন কি না!

কবি বিদ্যাপতি মিথিলায় আসিয়া শিবসিংহের সভাকবি হইলেন। কবি বিদ্যাপতির প্রতাবে রাণী লচ্ছমী দেবীর অন্তরের আলোক জপিয়া উঠিল। কিন্তু আলো যে জালিয়াছে রাণীর মন পড়িল তাহারই উপর। রাজা বুলিলেন; কিন্তু এমন দিনে হ্যাঁ এক দুঃসংবাদ আসিল, বঙ্গদেশ হইতে এক শক্র-বাহিনী তাহার রাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য মিথিলার দিকে অগ্রসর হইতেছে। রাজা যুক্ত

বিদ্যাপতি

২

নিউ থিয়েটাস

চলিয়া গেলেন; বহু বিদ্যাপতিকে ডাকিয়া বলিলেন—“রাণী লচ্ছমী দেবীর সমস্ত ভার আমি তোমার উপর অর্পন ক’রে গোম্য।”

রাজার বুকে বাথা ছিল, অবিশ্বাস ছিল না।

বিদ্যাপতি সতাই বড় বিপদে পড়িলেন—ভাবিলেন, মিথিলা পরিত্যাগ করিয়া আবার তিনি তাহার সেই বিশপী গ্রামেই ফিরিয়া যাইবেন। কিন্তু অহুরাধা বাধা দিল—বলিল, “বিদ্যাপতি-ঠাকুর! প্রেমের মহাধৰ্ম প্রচার ক’রে আজ তুমি মহাকবি; তুমি যদি ভয় পেয়ে দূরে স’রে যাও, তোমার ধর্মও দূরে স’রে যাবে।”

পূজার মন্দিরে সেদিন হজনের দেখা।

রাণী লচ্ছমী বিদ্যাপতিকে দেখিয়া নিজেকে আর সেদিন কোন প্রকারেই চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না—বলিলেন, “পূজার বেদীর উপর ওই যে আমার ঠাকুরের মূর্তি আর আমার এই চোখের স্মৃতে দাঢ়িয়ে রয়েছে তুমি, এই হ’এর মধ্যে কোনও প্রদেদ-পার্থক্যই যে আমি আর দেখতে পাচ্ছি না, কবি! বল, ঠাকুর, একি শুধুই কামনা, একি পাপ?”

বিদ্যাপতি বলিলেন, “ইয়া পাপ,—সমাজে বাস ক’রে সমাজের বিধি লজ্জন করা পাপ।”

ওদিকে যুদ্ধের তখনও বিলম্ব আছে দেখিয়া শিবসিংহ সেই অবসরে মিথিলায় ফিরিবার জন্য বাস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। এমন সময় রাজ্যের মহা-অমাতা রাজা পত্নীর প্রতি অক্ষবিশ্বাস এবং বক্রুর প্রতি স্বগভীর প্রীতি যে তাহার কি সর্বনাশ করিয়াছে, তাহা বুঝাইবার জন্য এক বড়বন্দু করিয়া বসিলেন।

বিদ্যুককে মন্ত্রণা দিয়া, বেশ করিয়া শিথাইয়া তিনি রাজার কাছে পাঠাইলেন। মহা-অমাত্য কার্যোদার প্রায় একরকম করিয়াই ফেলিয়াছিলেন, কিন্তু মূর্খ বিদ্যুক শেষ পর্যন্ত সব কিছু দিল গোল করিয়া—গোপন বড়বন্দের কথা রাজা কাছে সবই একদিন বলিয়া ফেলিল। রাজা মনে রাণীর প্রতি মমতা জাগিয়া উঠিল—ভাবিলেন, তিনি বোধহয় ভুল বুঝিয়াছিলেন।

শিবসিংহ তৎক্ষণাত মিথিলায় ফিরিলেন।

রাণী লচ্ছমী দেবী পূজার মন্দিরে যাইতেছেন, সমুখে বিদ্যাপতিকে আসিতে দেখিয়া হ্যাঁ একটা গাছের আড়ালে লুকাইয়া দাঢ়াইলেন—ভাবিলেন, মন্দিরের দেবতা সমুখেই আসিয়াছেন। বিদ্যাপতি চলিয়া যাইতেই, অত্যন্ত সন্তর্পণে রাণী সেই পথের ধূলা মাথায় লইলেন। সেই সময় রাজা শিবসিংহ রাণীর কাছে আসিতেছিলেন। তাহার হাতে ছিল রাণীকে দিবার জন্য এক গোছা ফুল।

এই দৃশ্য দেখিয়া তিনি থমকিয়া দাঢ়াইয়া পড়িলেন, হাত হইতে ফুলের গোছা মাটিতে পড়িয়া গেল। কোথায় ছিল অহুরাধা, তৎক্ষণাত সেই ফুলের গোছা তুলিয়া লইয়া ছুটিল সে মন্দিরের দিকে। ফুলগুলি দেবতার পদপ্রাপ্তে নামাইয়া দিয়া সে বলিল, “তোমারই পায়ের তলায় মাঝেরে সকল বন্ধ, সকল কলহের

বিদ্যাপতি

৩

নিউ থিয়েটাস

অবসান হয়—আমি জানি ঠাকুর ! ওদের পরিতাঙ্ক ফুল আমি তাই তোমারই চরণে এমে দিলাম ।”

রাজা শিবসিংহ হঠাতে অস্তু হইয়া পড়লেন। কিন্তু সে ‘অস্তুতার সংবাদ কাহারও কাছে তিনি প্রকাশ করিতে চাহিলেন না।

অনুরাধার নিকট রাণী লছী ঠাকুর মনের সমস্ত বেদনা নিবেদন করিয়া কহিলেন যে, ঠাকুর মরণই শ্রেয়ঃ। সমাজের অনুশাসন মানিয়া, বিদ্যাপতিকে পূজা না করিয়া জীবন ধারণ করাত’ ঠাকুর পক্ষে সম্ভব নয়! অনুরাধা শুনিলেন। তিনিও বিদ্যাপতিকে ভালবাসিয়াছিলেন ঠাকুর অস্তরের সমস্ত সম্পদ দিয়া। তাই একান্ত দুবীর মতই অনুরাধা রাণীকে বলিতে পারিলেন—সমাজের অনুশাসন যতই সঙ্কীর্ণ হোক ন কেন, পবিত্র প্রেমের গতি রোধ করার সাধ্য ঠাকুর নাই। রাণী বুঝিলেন। অনুরাধা বলিলেন—“তুমি বল,—আমার বাহির দ্যারে কপাট লেগেছে, ভিতর দ্যার খোলা।” রাণী প্রেমের এই মহামন্ত্র উচ্চারণ করিলেন।

এদিকে অস্তরের আঘাতে রাজা শ্বাস লইয়াছেন। ভাবিতেছেন—ঠাকুর প্রেম কি এমনই বার্থ হইবে, ইহার কি কোনও মূলাই নাই? তখন অনুরাধা কাঁদিয়া বলিল, “মহারাজ, যে ভালবেসে শুধী, সেই শুধী। আর যে ভালবাসা পেয়ে শুধী হ’তে চায়, তার দুধ, তার হাতাকার কোনদিন ঘুচবে না।”

রাজার অস্তরে আজ ভালবাসার নৃতম রূপ, প্রেমের সতা আ঳োক দেখা দিল—তিনিও দেখিলেন প্রেমের সাধনা বাহিরে নয়, ভিতরে। তিনি বলিলেন, “আমার বাহির-দ্যারে কপাট লেগেছে, ভিতর-দ্যার খোলা।”

প্রেম-সাধনার এই পৃত-বেদীতে দীড়াইয়া আজ রাজা ও রাণীর সব দন্দ যেন মিটিয়া গেল। মন্দিরে পূজার আয়োজন হইল।

আজ ব্রত উদ্যাপন হইবে। কাহার সঙ্গে কাহারও কোনও সংঘাত নাই। বিশপী হইতে মধুসূদন দাদা ছুটিয়া আসিলেন, বলিলেন—“অনুরাধা, আমাকে নিয়ে যাবে তোমাদের ক্র মন্দিরে?” অনুরাধা বলিল, “চল মধুসূদন দাদা!” তারপর কবির দিকে চাহিয়া বলিল—“চল কবি, মনের অগ্রাদৃত তুমি। তোমারই আহ্বানে আজ রাজা, রাণী, মধুসূদন দাদা, আমি—আমরা সকলেই চলেছি—যান্ত্রী—অদৃশ প্রেমের পথে অভিসারিকা।”

মন্দিরে সন্ধার প্রদীপ জলিয়া উঠিল। দেবদাসী আসিয়া নৃত্য শুরু করিল। কিন্তু পূজার বাধা পড়িল।—

সেনাপতি সীমান্ত হইতে ছুটিয়া আসিয়া মহা-আমাতাকে বলিল, “শক্র আমাদিগকে প্রতারিত করিয়া মিথিলার সন্নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে।”

মন্ত্রী ছুটিলেন অস্তু রাজার কাছে।

বিদ্যাপতি

৪

নিউ থিয়েটাস

মন্ত্রী বলিলেন মহারাজ, তুমি যদি তোমার রাণীকে ছেড়ে যুক্তে না যাও, তা’হলে মিথিলার প্রজারা বিদ্রোহী হ’য়ে উঠবে।

রাজা বলিলেন—“প্রজা বিদ্রোহী হবেনা—বিদ্রোহ ক’রেছ তোমরা। জগতে যারা ভালবাসে তারা কোনও ক্ষতি করে না,—যারা দেন্তালবাসাকে নষ্ট করিতে চায় তারাই ক্ষতি করে, তারাই বিদ্রোহ করে। তোমরা যাও।”

বিদ্যাপতি আসিলেন, রাজা বন্ধুর আলিঙ্গনে শান্ত হইয়া বলিলেন—“বন্ধু, পূজায় চল মন্দিরে—আর বিলম্ব নয়।”

কিন্তু রাজার কাছে লাঞ্ছিত হইয়া মন্ত্রীর অস্তরের প্রতিবাদ প্রতিহিস্যায় পরিগত হইল! মন্দিরে দেবতার আরাধনায় নিমগ্ন লছীর কাছে গিয়া মন্ত্রী বলিলেন,—“মহারাণী, মিথিলার সমস্ত প্রজা ও মিথিলার রাজা আজ নিশ্চিত-ধর্মসের পথে ছুটে চলোচ,—তাদের বাঁচাতে পারেন শুধু আপনি।”

মন্ত্রী রাণীর হাতে তঙ্গিয়া দিলেন বিষের পাত্র।

রাণী হাসিলান, বলিলেন,—“মহা-অমাতা, মিথিলার মঙ্গল হোক।” তাহার পর দেবতার দিকে চাহিয়া হাসিয়থে বিষ-পান করিলেন।

এইবার সতাই পূজা শুরু হইল। মন্দিরে দেবদাসী নৃত্য করিতেছে আর মধুসূদন দাদা গান করিতেছে। রাজা, কবি ও অনুরাধা সকলে পূজায় ঘোঁগ দিলেন। তারপর পরিনতি কি—কুপালী পর্দায় পাবেন তার পরিচয়—?

—গীত—

—এক—

মধুরাতু মধুকর-পাতি।

মধুর কুমুম-মধু মাতি॥

মধুর বৃন্দাবন-মাৰু।

মধুর মধুর রসরাঙ্গ॥

মধুর বুবতীগং মঙ্গ।

মধুর মধুর রসরং॥

মধুর বন্ধু-রসাল।

মধুর মধুর-কৰতাল॥

মধুর নটন-গতিভঙ্গ।

মধুর নটনী-নটরঞ্জ॥

—পাহাড়ী সাগাল

—ছুই—

আজ রজনী হম তাগে গঙ্গাল

পেখু পিয়া-মুখ-চন্দা।

জীবন-যৌবন

সফল করি মানল

দশ দিশ ভেল নিরদন॥

আজু মধু গেহ

গেহ করি মানল

আজু মধু দেহ ভেল দেহ।

আজু বিধি মোহে অমুকুল হোয়ল—

টুটল সবহ সন্দেহ॥

বিদ্যাপতি কহ— অলপ-ভাগি নহ

ধনি ধনি তুয় নব নেহ॥

—পাহাড়ী সাগাল

—তিন—

সজল নয়ন করি পিয়া পথ হেরি হেরি

তিল এক হয় যুগ চারি।

যেন শত যুগ মনে হয়।

নিউ থিয়েটাস

বিদ্যাপতি

৫

তাৰে এক তিল
 না হেৱিলৈ
 শত যুগ মনে হয়
 যেন শত যুগ মনে হয় ॥
 পৰ অমুৱাগে পিয়া দূৰ দেশ গোলা ।
 পিয়া বিনা পাঁজৱ
 বাঁবাৰ ভেলা ॥
 মাৰীৱ দীৰঘ-শ্বাস
 পড়ুক তাহাৰ পাশ
 মোৱ পিয়া ঘাৰ পাশে বৈঠে ॥
 পাখী যদি হউ পিয়া পাশে উড়ি ঘাউ
 শব দহঃখ কহ তাৰ পাশে ॥

অব মথুরাপুরে গেল ।
 গোকুল-মাণিক কে হরি নিল ॥
 হরিয়া নিল কে,
 আমার হরি হরিয়া নিল কে ॥
 গোকুলে উচ্চলিন করুণার রোল ।
 নয়ানে সলিল বহয়ে হিল্লোল ॥
 শৃঙ্খ ভেল মন্দির শৃঙ্খ ভেল নগরী ।
 শৃঙ্খ ভেল দশদিশি শৃঙ্খ ভেল সগরী ॥
 কৈছে হম যাওব যমুনা-তীর ।
 কৈসে নেহারব কুঞ্জ-কুটীর ॥
 নয়ানকি নিদ গেল বয়ানকি হাস ।
 সুখ গেল পিয়া সাথ, দুঃখ হাম পাস ॥
 পাপ পরাগ মঘ আন নাহি জানত
 কামু কামু (কুঝ হে) কহি ঝুরে,
 আর বিদ্যাপতি কহ নিকৃষ্ণ মাধব—
 রাধারে কাঁদারে গেল দুরে ॥

—ହିନ୍ଦୁଚନ୍ଦ୍ର ଦେ

ନବ ବ୍ରନ୍ଦାବନ
ନବ ନବ ବିକଶିତ ଫୁଲ ।
ନବଳ ବସନ୍ତ
ନବଳ ମଳୟାନିଶ
ମାତ୍ରଳ ନବ ଅଳିକୁଳ ॥

বিভাগিতি

—ছয়—

সথি হে, হমৰ দুখক নহি ওৱা রে।
দী ভৱ বাদৰ মাহ ভাদৰ
শৃঙ্খলি মন্দিৰ মোৱা রে ॥

ঝঞ্চা ঘন গৱ- জন্তু সন্ততি
ভুবন ভৱি বৱি খস্তিয়া।

কান্ত পাহন কাম দারুণ
সঘনে থৱ শৱ হস্তিখা ॥

কুলিশ কত শত- পাত-মোদিত
মযুৱ নাচত মাতিয়া।

মত দাহৱি ভাকে ভাহকী
ফাটি য'ওত ছাতিয়া।

তিমিৰ দিগ ভৱি, ঘোৱ যামিনী,
অথিৱ বিজুৱিক পাতিয়া।

বিঘাপতি কহ, কৈসে গমায়বি
হৱি বিমু দিন রাতিয়া ॥

—পাহাড়ী সাহাল

—সাত—

অঙ্গনে আওব যব রসিয়া ।
 পলটি চলব হম দৈয়ত হাসিয়া ॥
 আবেশে আঁচরে পিয়া ধৰবে ।
 যাওব হম যতন বছ কৰব ॥
 কঁচুয়া ধৰবে যব হঠিয়া ।
 করে কৰ বাধব কুটিল আধ দিটিয়া ॥
 রসভ মাগব পিয়া যবহি ।
 মুখ মোড়ি বিছসি বোলব নাহি নাহি ॥

—কানন দেবী

—আট—
[রচনা : কাজী নজরুল]
পীতাম্বর—রাই বিনোদিনী, দোসো,
দোলা শুলন দোলায় ||
লবঙ্গ—একা লাগেনা ভালো,
সাথে এসে দোলা শুমিরায় |

ନିଉ ଥିଯେଟାର୍

পীতাম্বর—রাঙ্গা চরণ দেখিতে পাবো
ব'লে দীড়াইয়া এই তরুতলে—
লবঙ্গ—শ্রাম, বাঁধিয়া বাল্ডোরে, আশ্রম
দাও মোরে। একা বড় ভয় পায়।
—অহি সাহ্যাল ও দেববালা

—নয়—
সথি কে বলে পীরিতি ভালো,
হাসিতে হাসিতে পীরিতি করিয়া
কাঁদিয়া জনম গ্লে ।
কুলবধূ হোয়ে কুলে দাঁড়ায়ে, যে ধনি
পীরিতি করে
তুরের অনলে যেন সাজাইয়া এমতি
পুড়িয়া মরে ।
—কানন দেবী

— দশ —

(ওরে) সফল হবে সকল পুজা।
তাঁরি রাঙ্গা চৰণ তলে ।
ভুলেৱ কথা ভুলে যা'ৰে
তোৱ ভোলাতে সেই চিৰ-ভোলা
নাহি ভোলে ।

ঞ্জ যে কিশোৱ বাজায় বেণু
ঞ্জ যে রাখাল চড়ায় ধেমু,
নদীৱ তীৰে যাত্ৰীৱা ঞ্জ—
সবাই পাবে চৰণ রেণু
আয়ৱে ছুটে আয়ৱে জেগে,
ঘৰেৱ বাধন আয়ৱে ভেঙ্গে আয়,
পথেৱ কাঁটা, ও তুই, পথেৱ কাঁটা
পায়ে দ'লে চল ।

(তখন) ফুটেৱ জীৱন-শতদলে—
প্ৰেম বিয়হেৱ নয়ন জলে
প্ৰেমেৱ ঠাকুৰ, ঠাকুৰ আসবে নেবে

—କୁଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦେ

বদ্ধাপতি

—এগারো—
ইর-ছয়ারে কপাট লেগেছে
থোলা—
কালে ফুলের বসতি
বিলে আলো। —ক্লষ্ণচন্দ্ৰ দে

—বারো—
না : শৈলেন রায়]
ভদ্বারের লগ্ন এলো।
এলোরে সময়
পায়ে নুটিয়ে দে আণ
কর জীবন মধুময় ॥
গরব প্রেমের ধূপে
ও তুই জালিয়ে দে আজ
চুপে চুপে ॥
বরণ, সব আভরণ যা
কিছ সংয়

ରେ ଚୁଣ୍ଗ ବୋଯେ ଯେବେ
ଆପଣି ଧୂଲି ହୟ ॥

* *
 আমি, ভুবন মোহনগ্রাম
 নেরে ছন্দে জাগে তোমার
 ধধুরনাম ॥
 , ধন্ত মরণ মম,
 ই শরণ নিয়ে, ধন্ত, ধন্ত
 আমি, ধন্ত হে প্রিয়তম ।
 জাকে বুঁশুড়ি তৃষ্ণি-ময় ॥
 কৃষ্ণচন্দ ও কানন দেবী

ନିଉ ଥିଯେଟୋସ'

নিউ থিয়েটাসের চির নৃতন—



চণ্ডীদাস

সাপুড়ে

মীরাবাই

পরিচয়

দেবদাস

উদয়ের পথে

ভাগ্যচক্র

নাস'সিসি

দিদি

রামের স্বর্গতি

দেশের মাটি

প্রতিবাদ

মন্ত্রমুঞ্জ

—ঃ বি স্কুল প্রি ভা :—

নিউ থিয়েটাসের বাংলা চিত্রের একমাত্র পরিবেশক
অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন লিমিটেড

১২৫, ধৰ্মতলা ট্রীট, কলিকাতা।